ভোরের কাগজ

তারিখ 14 OCT 2002
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৬

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর শীর্ষ পদে মন্ত্রী-সাংসদের আত্মীয়রা!

রাশিদুল হাসান : রাজধানীর নামীদামি কলেজসহ বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধান পদগুলো এখন জোট সরকারের মন্ত্রী, সাংসদদের স্ত্রী এবং আত্মীয়দের দখলে। এ ছাড়া গত এক বছরে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়সহ প্রধান শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর শীর্ষ পদে বিএনপি-জামাত সমর্থক শিক্ষকদের বসানো হয়েছে। সংশ্লিষ্ট সূত্রে এসব তথ্য জানা যায়।

দলীয় পরিচয়ের ভিত্তিতে একদিকে যেমন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে অধ্যক্ষসহ বিভিন্ন পদে দলীয় লোক বসানো হচ্ছে তেমনি অপরদিকে ● এরপর- পৃষ্ঠা ২ কলাম- ৪

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর শীর্ষ পদে মন্ত্রী-সাংসদের আত্মীয়রা!

● প্রথম পাতার পর

রাজনৈতিক প্রতিহিংসার শিকার হয়ে বিভিন্ন কলেজ এবং স্কুল থেকে অপসারিত হচ্ছেন অধ্যক্ষ এবং শিক্ষকগণ।

সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানাগেছে, জোট সরকার ক্ষমতায় আসার কয়েক মাসের মাথায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অনুসরণ করা নিয়মনীতি এবং প্রথা উপেক্ষা করে রাজধানীর নামীদামি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধান পদগুলোতে জোট সরকারের মন্ত্রী, সাংসদদের আত্মীয়-স্বজনদের বসানো হয়েছে।

সূত্র জানায়, রাজধানীর অধিকাংশ কলেজ 'এ' গ্রেডের, যেখানে অনার্স এবং মাস্টার্স চালু রয়েছে। এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ পদে সাধারণত 'সিলেকশন গ্রেড'-এর শিক্ষকদের নিয়োগ দেওয়া হয়। কিন্তু জোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর ২/৩ মাসের মধ্যেই রাজধানীর শীর্ষ কলেজগুলোতে যাদেরকে অধ্যক্ষ করা হয়েছে তাদের কেউই এই 'সিলেকশন গ্রেডের শিক্ষক নন বলে সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা যায়। যাদেরকে এসব কলেজে অধ্যক্ষ করা হয়েছে তারা 'জুনিয়র গ্রেড'-এর অধ্যাপক। সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা যায়, ঢাকায় 'সিনিয়র গ্রেড'-এর অধ্যাপক থাকা সত্ত্বেও রাজনৈতিক পরিচয়কে প্রাধান্য দিয়ে 'জুনিয়র গ্রেড'-এর অধ্যাপকদের অধ্যক্ষ করা হয়েছে। অধ্যক্ষ পদে যোগ দেওয়া এসব অধ্যাপকের অনেকেই অধ্যক্ষ হওয়ার কয়েক মাস আগে সহকারী অধ্যাপক থেকে অধ্যাপক পদে উন্নীত হন বলে জানা যায়। রাজধানীর অন্যতম বৃহৎ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ইডেন কলেজের অধ্যক্ষ দিলারা হাফিজ বর্তমান পাটমন্ত্রী মেজর (অব.) হাফিজ উদ্দীন আহমেদের স্ত্রী। জোট সরকার ক্ষমতায় আসার কয়েক মাসের মাথায় তাকে ইডেন কলেজের অধ্যক্ষ করা হয়। ইডেন কলেজের অধ্যক্ষ নীলুফার বেগমকে অপেক্ষাকৃত কম নামী এবং অপরিচিত সোহরাওয়ার্দী কলেজে সরিয়ে দেওয়া হয়।

তীতুমীর কলেজের বর্তমান অধ্যক্ষ শাহেদা ওবায়েদ বিএনপির সাবেক মহাসচিব এবং বর্তমানে স্থায়ী কমিটির সদস্য কে এম ওবায়দুর রহমানের স্ত্রী। শাহেদা ওবায়েদ অধ্যাপক পদে উন্নীত হওয়ার পর নরসিংদী সরকারি কলেজে বদলি হলেও ক্ষমতাগ্রহণের পর পরই জোট সরকার তাকে তীতুমীর কলেজের অধ্যাপক পদে নিয়োগ দেয়।

মীরপুর বাংলা কলেজের অধ্যক্ষ ফিরোজা বেগম জোট সরকারের ধর্ম প্রতিমন্ত্রী মোশাররফ হোসেন শাজাহানের স্ত্রী। জোট সরকার ক্ষমতায় আসার দেড় মাসের মাথায় তাকে অধ্যক্ষ করা হয় বলে সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়।

ঢাকা কলেজের বর্তমান ভাইস প্রিন্সিপাল মরিয়ম মান্নান স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রী আব্দুল মান্নানের স্ত্রী। ঢাকা কলেজের বর্তমান অধ্যক্ষ আগামী মাসে এলপিআরে যাবেন। সেক্ষেত্রে মরিয়ম মান্নানকে ঢাকা কলেজের অধ্যক্ষ করা হবে বলে জানা যায়।

বদরুন্নেসা কলেজের বর্তমান অধ্যক্ষ লুৎফুন্নাহার নিজাম প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার সংসদ বিষয়ক উপদেষ্টা সালাউদ্দীন কাদের চৌধুরীর নিকটাত্মীয়। এ ছাড়া তিনি বিএনপি সাংসদ সরোয়ার নিজামের বোন।

এদিকে গত ১ বছরে রাজধানীর বিভিন্ন স্কুল, কলেজের অধ্যক্ষ এবং শিক্ষকদের রাজনৈতিক প্রতিহিংসাপরায়ণ হয়ে অপসারণ করা হয়েছে অথবা হয়রানিমূলক বদলি করা হয়েছে।

অপসারিত অধ্যক্ষদের মধ্যে রয়েছেন রাজধানীর অন্যতম বৃহৎ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তেজগাঁও কলেজের অধ্যক্ষ এম এ রশীদ। অধ্যক্ষ এম এ রশীদকে অপসারণের পর ৪/৫ মাস অতিক্রান্ত হলেও তার বিষয়ে এখনো পর্যন্ত চূড়ান্ত কোনো সিদ্ধান্ত নিতে পারেনি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ। এ ছাড়া অনেক শিক্ষককে ওএসডি এবং হয়রানিমূলক বদলি করা হয়েছে।

উদয়ন স্কুল এন্ড কলেজের অধ্যক্ষ শ্যামলী নাসরিন চৌধুরীকে অধ্যক্ষের পদ থেকে অপসারণ করা হয়েছে। কবি নজরুল কলেজের অধ্যক্ষ আনিসুর রহমানকে ওএসডি করা হয়েছে।

সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা যায়, হয়রানিমূলক বদলি করা হয়েছে ইডেন কলেজের সহযোগী অধ্যাপক জাহানারা বেগম, একই কলেজের প্রভাষক মোমতাজ বেগম, কৃষ্টি হেফিজ, মুক্তি রানী সাহা, জগন্নাথ কলেজের সহযোগী অধ্যাপক ফাহিমা আক্তারসহ অনেক শিক্ষককে।

এদিকে নিয়মনীতি উপেক্ষা করে দলীয় দৃষ্টিকোণ থেকে অধ্যক্ষ নিয়োগ দেওয়া ঘটনায় শিক্ষকদের মধ্যে অসন্তোষ ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছে। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একাধিক কলেজের শিক্ষক এ বিষয়ে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেন, সাধারণত সিনিয়রিটির ভিত্তিতে অধ্যাপকদের মধ্য থেকে অধ্যাপক নিয়োগ দেওয়া হলেও বর্তমান সরকার সম্পূর্ণ দলীয় দৃষ্টিকোণ থেকে কলেজগুলোতে অধ্যাপক নিয়োগ করছেন। এটি অত্যন্ত দুঃখজনক এবং অনাকাঙ্ক্ষিত। এর ফলে শিক্ষকদের মধ্যে হতাশা বৃদ্ধি পাচ্ছে বলে তারা মন্তব্য করেন।

এদিকে গত ১ বছরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিএনপি-জামাত সমর্থক কমপক্ষে ১১ জন শিক্ষককে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রধান করা হয়েছে। এর মধ্যে জামাতপন্থী শিক্ষক এরশাদুল বারীকে করা হয়েছে উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য, অধ্যাপক খলিলুর রহমানকে করা হয়েছে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য। একই বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষ করা হয়েছে অধ্যাপক আবুল কালাম আজাদকে। উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য করা হয়েছে অধ্যাপক আবুল বাশারকে।

অধ্যাপক মনসুর মুসাকে করা হয়েছে বাংলা একাডেমীর মহাপরিচালক এবং ওয়াকিল আহমেদকে করা হয়েছে এর চেয়ারম্যান। অধ্যাপক এস এম এ ফায়েজকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হিসেবে নিয়োগ দেওয়ার পাশাপাশি জাতীয় জাদুঘরের চেয়ারম্যান হিসেবেও নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। এ ছাড়া একই প্রতিষ্ঠানের মহাপরিচালক হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে অধ্যাপক ইফতেখারুল আউয়ালকে। এ ছাড়া দেশের সকল বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য, উপ-উপাচার্য এবং প্রোক্টরদের পরিবর্তন করে সে স্থলে দলীয় শিক্ষকদের নিয়োগ দিয়েছে বর্তমান সরকার।